পর্যবেক্ষণ

সংবাদ বিশ্লেষণ ● মানবিক স্বার্থভিত্তিক প্রতিবেদন ● সমস্যাকেন্দ্রিক সংবাদ কাহিনি

পত্রিকা বিক্রি করছেন নিতাই। ছবি - প্রতিবেদক।

পায়ে হেঁটে পত্রিকা বিক্রি করে সংসার চালান নিতাই

সাজাহান আলি ● পতিরাম

প্রতিদিন ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার পথ তিনি পায়ে হেঁটে ঘোরেন। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়, বর্ষা কিংবা প্রচণ্ড ঠান্ডা-গরম কোনো কিছুতেই তার পথচলা থেমে থাকে না। দীর্ঘ ১৬ বছর ঠিক এভাবেই তার জীবন সংগ্রাম চলছে। জীবন যুদ্ধের ময়দানে জ্বর, সর্দি, কাশির মতো সাধারণ অসুখ-বিসুখও তাকে স্পর্শ করে না। স্বভাবতই নিজের কর্মে অবিচল থেকে দরিদ্র পরিবারের হাল ধরে আছেন এই যুবক। ব্যতিক্রমী তথা পরিশ্রম প্রিয় কর্মঠ এই ব্যক্তির নাম নিতাই বসাক (৩৬)। সমগ্র কুমারগঞ্জ ব্লকের আবাল-বৃদ্ধি-বনিতা যাকে একডাকে চেনে 'কাগজওয়ালা নিতাই' নামে। আসলে নিতাই সংবাদপত্রের হকার। সংবাদপত্রকে যথাসময়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা, প্রত্যন্ত গ্রামে খবরের কাগজ নিয়ে নতুন নতুন পাঠক তৈরি করা সহ পরোক্ষে সমাজ উন্নয়নের জন্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কোনো পুরস্কারের প্রচলন থাকলে চোখ বন্ধ করে নিতাইয়ের নাম সেখানে সুপারিশ করা যেতে পারে।

উসকো-খুসকো মলিন বেশে পরণের লুঙ্গিকে দোগাছা মেরে বামহাতে একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে নিতাই প্রতিদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েন জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। গোপালকৃষ্ণ বাজার থেকে শুরু করে কুমারগঞ্জ, বালুপাড়া, ধাদলপাড়া, বরাহর, মোহনা হাট, শিয়ালপাড়া, থানা মোড়, সাফানগর, চাঁদগঞ্জ, স্কুলপাড়া অভিমুখে ছুটে যায়, ঠিক যেন হরিণের মতো। গ্রীষ্ম, বর্ষা, প্রচণ্ড শীত কিংবা দুর্বিষহ গরম কোনো কিছুতেই তার কোনো বিরক্তি বা ক্লান্তি নেই। কাগজগুলিকে পরম যত্নে কোলে নিয়ে নিতাই হাঁটছেন তো হাঁটছেন। একদিকের কাগজ বিলি করে এসে গোপালগঞ্জ বাজার থেকে আবার অন্যদিকে যাওয়া। এভাবেই প্রতিদিন ১.৩০টা-২টা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাড়ি ফেরা নিজের গ্রাম গোপালগঞ্জ চকরামরায়। বাস্তবিক পক্ষে এ যেন তার আজীবনের যুদ্ধক্ষেত্র।

অল্প শিক্ষিত ও অতিশয় সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত নিতাই-এর কথায় সংবাদপত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি বিক্রি করে মাসে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার মতো যে আয় হয় তাতে স্ত্রী, একমাত্র মেয়ে ও বাবা-মাকে নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাছাড়া বিকেলের দিকে গোপালগঞ্জ হাটে গম, সরষে ইত্যাদি কেনাবেচা করে যে সামান্য কিছু আয় হয় তাও সংসারের কাজে লাগে বলে জানালেন এই যুবক।কিন্তু সংবাদপত্রের কাজ করার পথে কয়েকবার তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে জানালেন স্বল্পভাষী নিতাই। শুধু তাই নয়, থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগও জমা পড়েছিল এক সময়।কিন্তু তৎকালীন পুলিশ অফিসারদের নিরপেক্ষ তদন্ত আপাদমস্তক সহজ সরল নিতাইয়ের স্বপক্ষে যায়। বস্তুত এত বছর পরে এই হকারের কার্যক্ষমতা, সময়জ্ঞান, সংবাদপত্রের পাঠক তৈরি সম্পর্কে সামগ্রিকবোধ দেখে কুমারগঞ্জ থানার বর্তমান ওসি থেকে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বস্তুত একজন মানুষ বছরের পর বছর শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে প্রতিদিন ২০-২৫ কিলোমিটার পথ মাড়িয়ে কীভাবে হকারের কাজ করছেন–ভেবে যারপরনাই অবাক হন কুমারগঞ্জবাসী। বিস্ময়ের আরও বিষয় হল, বিগত ১৬ বছরে জ্বর, সর্দি-কাশি বা অন্য কোনো ছোটোবড়ো অসুখ তাকে ভোগাতে পারেনি। অন্যভাবে বলা যায়, এমন দিন নিতাইয়ের জীবনে এখনও আসেনি যেদিন অসুখের কারণে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে–অন্য কেউ তার কাজ করে দিয়েছে। তার নিজের কথায়, সাইকেল চাপা জানি না বলেই ছোটোবেলা থেকেই পায়ে হেঁটে সর্বত্র যাতায়াত করি। এতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। বরং সাইকেল চালানোর বিষয়টি আমার কাছে বিড়ম্বনার মনে হয়। বলাবাহুল্য প্রতিদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম, পায়ে হেঁটে চলা নিতাইয়ের শরীরকে পাতলা, মেদহীন, কঠোর পরিশ্রমমুখী করতে সাহায্য করেছে।

নয় বছরেও অসমাপ্ত সংখ্যালঘু ছাত্রাবাস

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার ● কিশনগঞ্জ

কিশনগঞ্জ জেলা সদরে নয় বছর আগে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসের (বয়েজ হস্টেল)-এর কাজ। কেন আজও শেষ হল না? এই নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে জেলার সংখ্যালঘু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে।

এই জেলা সদরে ১০০ শয্যার তিনতলা বয়েজ হস্টেল নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ১ কোটি টাকা। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজদ সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব ২০০৩ সালের ৯ মে ঢাকঢোল পিটিয়ে এই হস্টেলের শিলান্যাস করেন। সেই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিশনগঞ্জের তৎকালীন রাজদ বিধায়ক ও আবাসনমন্ত্রী তসলিমুদ্দিন। কিন্তু এরপরে জেলার মহানন্দা, কনকরমজান নদী দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। কিন্তু আজও হস্টেলের কাজ শেষ হয়নি। যদিও কচ্ছপ গতিতে ৯ বছর হস্টেলের সুরম্য তিনতলা ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু আজও বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সংযোগ হয়নি। এছাড়া ১০০ বেডের এই হস্টেল রাজ্য সরকার বা জেলা প্রশাসন কোনো আসবাবপত্র, খাট, চৌকি সরবরাহ করেনি।

কিশনগঞ্জের অসমাপ্ত সংখ্যালঘু ছাত্রাবাস। ছবি - শুভজিৎ জোয়ারদার।

জেলার বুদ্ধিজীবী মহলের বক্তব্য প্রাক্তন লালু-রাবড়ি সরকার বা নীতীশ সরকার যখন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়নের, শিক্ষার প্রচার প্রসারের জন্য গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাহলে আজও কেন এই সংখ্যালঘু ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শেষ হল না?

এই হস্টেল নির্মাণে বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বাস্তুকার। কারণ সেই সময় রাজ্যের আবাসনমন্ত্রী তসলিমুদ্দিনের মুখের কথাই ছিল আইন। তাই প্রথমে জেলার আবাসন দপ্তরমন্ত্রীর মৌখিক আদেশে হস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু করে। কিন্তু জেলা ডিআরডিএ-এর তৎকালীন নির্দেশক চেকে সই করতে রাজি হননি। তার ফাইলে মন্তব্য ছিল ২৫ লক্ষ টাকার বেশি সংশ্লিষ্ট দপ্তর আইনত মঞ্জুর করতে পারে না। ২৫ লক্ষ টাকার বেশি প্রকল্প হয়ে টেন্ডার ডাকতে হবে।

এর ফলে সেই সময় আইনের বাঁধনে কয়েক বছরের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে আবাসন দপ্তর এই কাজ শুরু করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

এছাড়া আরেকটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যদিও এই হস্টেলটি পুরসভার মধ্যে। কিন্তু তা শহর থেকে বেশ দূরে। এর পাশে বড়ো মাদ্রাসা ছাড়া কিছু নেই।

এই নির্মীয়মাণ হস্টেলটিতে কলেজ স্তরের ১০০ ছাত্র নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে থাকবে। কিন্তু জেলা সদরের একমাত্র কো-এডুকেশন মারওয়াড়ি কলেজের দূরত্ব প্রায় ৫/৬ কিমি। অবশ্য জানা গেছে, সেই সময় মাড়ওয়াড়ি কলেজের পাশে হস্টেলের জন্য জমি খোঁজা হয়েছিল। এছাড়া শহরের বুকে লাইন পাড়ার আঞ্জুমান মাদ্রাসার কাছেও জমির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোথাও জমি না পাওয়াতে পুরোনো খাগড়ায় হস্টেল তৈরি শুরু হয়।

অপরদিকে, কিশনগঞ্জের প্রাক্তন কোচবিহারের বর্তমান রাজদ বিধায়ক আখতারুল ইমানের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতায় হস্টেলের কাজ শেষ হয়নি। যদিও উনি নীতীশ সরকারকে এই বিলম্বের জন্য দায়ী করেছেন। কিন্তু রাজদ জমানায় কেন কাজ শেষ হয়নি। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। ইমানের শেষ বক্তব্য হস্টেলটি চালু হলে আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা যথেষ্ট লাভবান হবেন।

অপরদিকে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষোভের আঁচ পেয়ে হঠাৎ জেলাশাসক সন্দীপ কুমার আর পুডকলকুট্টি এই নির্মীয়মাণ হস্টেলটির পরিচালনার জন্য ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করেছেন। জেলাশাসক স্বয়ং কমিটির সভাপতি। আর কার্যকরী সভাপতি মহকুমাশাসক সিয়ারাম সিং। মহকুমাশাসক জানিয়েছেন কমিটির অন্য সদস্যরা যেমন পরিচালন সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। আবার বিদ্যুৎ, জল সংযোগহীনতা ও আসবাবপত্র না থাকার কথা তিনি স্বীকার করেন। অপরদিকে জানা গেছে, আবাসনদপ্তর কিন্তু এই তিনতলা আবাসন জেলা প্রশাসনকে হ্যান্ডওভার করেনি। কারণ আরও বেশ কিছু কাজ বাকি আছে।

একশো দিনের কাজে অনিয়মের অভিযোগ শালকুমারহাটে

সুভাষ বর্মন ● শালকুমারহাট

একশো দিনের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠল শালকুমারহাটে। খোদ অডিট রিপোর্টেই এই অনিয়মের অভিযোগ ধরা পড়ে। গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগ, মৃত ব্যক্তির নামে কাজের বিল পেমেন্ট করা হয়। কেউ কাজ না করলেও শ্রমিক মজুরি পান। এমনকি, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক ও শালকুমারহাট-১ অঞ্চলের মাস্টার রোলের মধ্যেও দেখা দেয় অসংগতি। অডিট রিপোর্ট এবং গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ব্লক প্রশাসনের তরফে অবশ্য বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা হয়। গ্রামসভায় সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয় ব্লক প্রশাসন। কিছুদিনের মধ্যে প্রশাসনের তরফে এর কোনো সুরাহা না পেলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট-১ অঞ্চলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের জন্য চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে একশো দিনের প্রকল্পে কাজ শুরু হয়। মুনসিপাড়া গ্রামের (পার্ট নং-১২/৬) দীপচাঁদ রায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের কাজটি প্রায় এক-দেড় মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় জবকার্ডধারীদের দিয়েই কাজটি করানো হয়। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। যথারীতি কাজের পেমেন্টও বিলি করা হয়। কিন্তু কাজের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু গ্রামবাসী প্রথম থেকেই নজরদারি করছিলেন। কাজের অসংগতি সম্পর্কে তাদের সন্দেহও হয়। অবশেষে জুনের ১৭ তারিখ সোশ্যাল অডিট টিমের পর্যবেক্ষণে অনিয়ম ও কাজের নানা অসংগতি প্রকাশ পায়। এতে যারা কাজ করেছেন তাদের অধিকাংশরাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন বাকি গ্রামবাসীরা। অস্থির হয়ে ওঠে গোটা গ্রাম। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

গ্রামবাসী মিন্টু রায়, অজয়কুমার রায়, তাপস বর্মন, অমরজিৎ পাল, তরুণ দাস, বিপ্লব রায়প্রামাণিক প্রমুখের লিখিত অভিযোগ, মৃত ব্যক্তির নামে মজুরি তোলা হয়। এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা আদৌ কাজ করেননি। কিন্তু মজুরি তুলেছেন। আবার ব্লকের মাস্টার রোলে কিছু ব্যক্তির নাম আছে, যাদের নাম আদৌ অঞ্চল মাস্টার রোলে নেই। অর্থাৎ সামাজিক নীরিক্ষার পর্যবেক্ষণে ব্লক ও অঞ্চল মাস্টার রোলের অসংগতিও প্রকাশ পায়। তাদের আরও অভিযোগ, কাজটির জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ছয়মাস। সেক্ষেত্রে তড়িঘড়ি এক-দেড় মাসের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করা হয়। অন্যরকম অভিসন্ধি ছিল বলেই এরকমটা হয়েছে, অভিমত গ্রামবাসীদের।

স্কুল মাঠ ভরাটের এই অনিয়ম ও অসংগতিপূর্ণ কাজের বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পেলে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষ। তারা সম্পূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখ করে দোষীদের শাস্তি, কাজের স্বচ্ছতা এবং উক্ত বিষয়টির উপর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে গত ২৩ জুন লিখিতভাবে আবেদন করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), আলিপুরদুয়ার-১ এবং মহকুমাশাসকের কাছে। পাঁচদিনের মধ্যেই প্রশাসনের আধিকারিকরা বিষয়টি সুরাহার জন্য এলাকায় আসেন। গত ২৮ জুন মুনসিপাড়া (১২/৬) গ্রামের গ্রাম সংসদ সভায় সকলেই উপস্থিত হন। সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় সভা চলার পর এনআরইজিএস-এর ব্লক আধিকারিক পার্থ সিনহা সকলের সামনে বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল প্রধান ধীরেন রায়প্রামাণিক প্রমুখ। পার্থবাবুর আশ্বাস পেয়ে সেদিন গ্রাম সংসদ সভা শেষ হয়। তবে, গ্রামবাসীদের দাবি মেনে কিছুদিনের মধ্যে প্রশাসনিকভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গৃহীত না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

করণদিঘির ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি হেরিটেজের তকমা পাক, দাবি এলাকাবাসীর

কৌস্তুভ দেসরকার ● করণদিঘি

করণদিঘির বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ভগ্ন ইমারত, মন্দির, মসজিদ, পুকুর ইত্যাদি প্রাচীন কৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে। শুধু দরকার যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্যোগ। আর এই দাবিতেই সোচ্চার করণদিঘিবাসী। তাদের দাবি ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে, নিজস্ব এলাকার কৃষ্টি-সংস্কৃতি জানতে তথা গবেষণার স্বার্থে করণদিঘির প্রত্ন ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সমীক্ষা করা জরুরি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুরোনো ঐতিহ্যগুলিকে যেভাবে হেরিটেজ ঘোষণা করার কাজ চলছে, ঠিক সেরকম ভাবেই করণদিঘি ব্লকের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি তোলা হয়েছে।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে উত্তর দিনাজপুর জেলা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অংশ ছিল। দেশ বিভাগের সময় দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশকে নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর ও চোপড়া ব্লককে নিয়ে বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। ১৯৯২ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে খণ্ডিত করে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, করণদিঘি, ইটাহার, ১ ও ২ নং গোয়ালপোখর, ইসলামপুর জেলা গঠিত হয়। দিনাজপুর জেলা যেহেতু পুন্ড্রবর্ধনের অংশ ছিল তাই মহাভারতের বহু ঘটনার সাক্ষী উত্তর দিনাজপুর জেলা। জেলার বহু নামের সাথেই মহাভারতের ঘটনাবলি জড়িয়ে আছে। এমনকি এলাকার বিভিন্ন স্থানের নামের সাথেও জড়িয়ে আছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও লোকসংস্কৃতির নানা ইতিহাস।

মহাভারতের কর্ণের স্মৃতিবিজড়িত কর্ণদিঘি বর্তমান করণদিঘিতে অবস্থিত। কথিত আছে দাতা কর্ণ এই দিঘিতে তর্পণ করেছিলেন। কর্ণদিঘি থেকেই এই স্থানের নাম করণদিঘি। আর এই কর্ণদিঘিকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ১ বৈশাখ দিঘির পাড়ে অনুষ্ঠিত হয় শিরুয়া মেলা। ঐতিহ্যবাহী এই জেলাটিকে ঘিরে কর্ণদিঘিতে চলে স্নান-দান ও পূজাপাঠের আসর। আর সারাবছর নীরবে স্মৃতিরোমন্থন করে চলে এই দিঘি। দিঘির পাড়গুলি ভগ্নপ্রায়, পুরোনো একটি লিচুগাছ শিকড় বাকড় নিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে তার ক্ষয়িষ্ণু মাটি। দিঘির জল অনেকাংশেই অপরিষ্কার। মাছ ধরা ও স্নানের ফলে কলুষিত জল। অথচ করণদিঘি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় ব্লকে কৃষি বীজফার্ম, ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি কারোরই উদ্যোগ নেই কর্ণদিঘির চারদিকের পাড় বাঁধিয়ে পাশে পার্ক বা উদ্যান তৈরির। পাশাপাশি দিঘির সংস্কার করে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা ও এটিকে আকর্ষণীয় করে তোলাও প্রয়োজন বলে দাবি এলাকার মানুষের।

নাগর নদীর পাশে পাঁচভায়া গ্রাম। কথিত আছে অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব এখানে একরাত কাটিয়েছিলেন। সেই থেকে গ্রামের নাম পাঁচভায়া। রাজা ধুলপতের রাজধানী থেকেই এই এলাকার একটি জায়গা ধুলোহার নামে পরিচিত।

করণদিঘি ব্লকের আলতাপুর জায়গাটি আলতাফ হোসেনের নামানুসারে রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে কালীপুজো উপলক্ষ্যে আলতাপুরে একটি মেলা বসে। টং দিঘি থেকে টুঙ্গিদিঘি নাম হয়েছে। দিঘির পাশে যারা বাস করত তারা বাঁশের মাচায় বা টং-এ বসে রাতে পাহারা দিত। এখন দিঘির বদলে সেটি এক বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে পরিচিত। বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা পুঠিয়ার সৌকত জং-এর বিদ্রোহ দমন করতে করণদিঘির উপর দিয়ে যাবার পথে পানিশালায় এক বটগাছের তলায় পানি বা জল পান করেছিলেন। পুরানো বট গাছটি এখনও আছে। আশপাশের লোক সিরাজের সেনাবাহিনীকে চিড়েমুড়ি ও ফল খেতে দিয়েছিল বলে কথিত আছে। এতসব ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করলেও করণদিঘির বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন হারিয়ে যেতে বসেছে। যেমন পাঁচপীরের দিঘি, ডালখোলার কাছে সুরতা দিঘি, মহেশলুটির কাছে জালালদিঘি, বাগিন্দরের শিবমন্দির, ভাগশালা গ্রামের শিবমন্দির, বাজারগাঁ এলাকার গানজানা, বিষ্ণুপুরের প্রাচীন শিবমন্দির, বাজারগাঁয়ের গড়, সাবধান গ্রামের নীলকুঠি। নীলকুঠি সংলগ্ন উনুন ও ব্রিটিশের কুঠি সংলগ্ন অফিস ঘরের ইটের কাঠামো আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। উনুনের ভেতরে দীর্ঘদিন আগে জন্মানো একটি প্রকাণ্ড গাছ সেটিতে ফাটল ধরিয়েছে। নীলকুঠি সংরক্ষণের দাবিও এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের। করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ভবেশচন্দ্র দাস জানান, খিখিরটোলা গ্রামের সালামপুরে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন, যেখানে ৩০০ বছর ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। দুর্গাপুজোর দিনে পুরানো ঐতিহ্য মেনে এখানে নবমীর রাতে কালীপুজো ও দুর্গাপুজো দুটোই করা হয়। এই মন্দিরটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা যেতেই পারে।

রাখাল বালকেরা খেলাচ্ছলে শিব-দুর্গা সাজতে গিয়ে অসুর নিধন করে সত্যিকারের এক রাখালের বুকে খোঁচা মেরে তাকে মেরে ফেলেছিল। সেই থেকে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন রাখালদেবী দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় বিকৌরে আইসিডিএস সেন্টারের মাঠে। সেখানে শতাব্দী প্রাচীন গাছের নীচে রয়েছে রাখালদেবী দুর্গামন্দির। মন্দিরটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হোক বলে দাবি তুলেছেন বিকৌরের বাসিন্দা তথা স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা দিলীপ ঘোষ।

করণদিঘির পাণ্ডেপুরের শেষপ্রান্তে বিহার সংলগ্ন এলাকায় শতাব্দীপ্রাচীন বুড়ো বটগাছের নীচে একটি ছোট্ট কালীমন্দির আছে। বিহার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত পাণ্ডেপুরবাসীর দাবি পুরানো কালীমন্দিরটির সংস্কার তথা রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক।

এরকম বহু মন্দির, দিঘি, গড়, পুরানো ও ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এলাকায়। প্রাপ্ত মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাবশেষ করণদিঘির অতীতকে গৌরবান্বিত করেছে। করণদিঘি থানায় সেইসব মূর্তি ও ভগ্নাবশেষের কিছু নিদর্শন চোখে পড়ে।

আহত সম্বরের চিকিৎসা করছে বনকর্মীরা। ছবি - প্রতিবেদক।

উত্তরবঙ্গে হবে বন্যপ্রাণী হাসপাতাল

শুভদীপ শর্মা ● লাটাগুড়ি

পরিবেশ ও প্রাণীপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গে লাগাতার বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঠেকাতে উত্তরবঙ্গে একটি অত্যাধুনিক বন্যপ্রাণী হাসপাতালের দাবি তুলেছিল বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। দীর্ঘ ৩৪ বছর রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও বন্যপ্রাণীদের রক্ষার্থে কোনো সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির।

ডুয়ার্সের একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস-এর মুখপাত্র সুজিত দাস অভিযোগ করেন, উত্তরবঙ্গেই রয়েছে ভারত সেরা গরুমারা জাতীয় উদ্যান। রয়েছে জলদাপাড়া, চাপড়ামারি। আর এই সমস্ত জঙ্গলেই হাতি, গন্ডার, লেপার্ড সহ ছোটোবড়ো হাজারো বন্য প্রাণীর বাস। এই সমস্ত বন্যপ্রাণীদের ঘিরেই উত্তরের পর্যটন শিল্পের বিকাশ। এদের দেখবার জন্যই প্রতিবছর অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটক ছুটে আসে উত্তরবঙ্গে। সুজিত দাসের বক্তব্য, যাদের ঘিরে পর্যটকদের আগমন, যাদের জন্যে পর্যটন শিল্পের উন্নতি, তারাই চিকিৎসার কোনো পরিসেবা পাচ্ছিল না। তিনি জানান, ২০০৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত উন্নত চিকিৎসা পরিসেবার অভাবে গরুমারায় ৬টি হাতি, ২টি লেপার্ড, একটি বাইসন ও একটি সম্বরের মৃত্যু হয়েছে।

এবার রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণীদের জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বনমন্ত্রী হিতেন বর্মন জানান, আমরা উত্তরবঙ্গে একটি বন্যপ্রাণী হাসপাতাল তৈরির চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের বাজেট রয়েছে, সেখানে কত টাকা মেলে সেটা দেখার পরই বন্যপ্রাণীদের হাসপাতালের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে এই হাসপাতালটি কোথায় হবে সে ব্যাপারে মন্ত্রী কিছু বলেননি।

বনদপ্তর বন্যপ্রাণীদের চিকিৎসার ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করার কথা শুনে খুশি পরিবেশ ও প্রাণীপ্রেমী সংগঠনগুলি। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় জানান, বন্যপ্রাণীদের জন্য হাসপাতাল তৈরির দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। এই উদ্যোগটা কয়েক বছর আগে নিলে অনেক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হত না।

অতিবৃষ্টিতে সংকটে বাদাম চাষিরা

ভাস্কর শর্মা ● খগেনহাট

বৃষ্টির খামখেয়ালিপনায় ডুয়ার্সের জটেশ্বর, খগেনহাট, শিশাবাড়ি–সরুগাঁও অঞ্চলের বাদাম চাষিরা মহাসংকটে পড়েছেন। বাদাম চাষের শুরুতেই বৃষ্টি না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা। এখন বৃষ্টি নামলেও চাষিদের মাথায় হাত। কারণ, গত একমাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই কমবেশি বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে জমিতে হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়ে গেছে। তাই একদিকে যেমন চাষিরা জমিতে নিড়ানি দিতে পারছেন না, তেমনি জল-কাদায় পরিপূর্ণ জমি থেকে বাদামও তুলতে পারছেন না। তাছাড়া জমি থেকে যতটুকু বাদাম তুলেছেন তাতেও পচন ধরেছে।

বেশিরভাগ বাদামের খোসার ভেতরে জল ঢুকে ভেতরের বাদাম পচে নষ্ট হয়ে গেছে। ডুয়ার্সের এই এলাকার চাষিরা এবছর প্রায় ৭০০ একর জমিতে বাদাম চাষ করেছেন। বাদাম চাষ করে লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন চাষিরা। কিন্তু প্রথমে অনাবৃষ্টি আর এখন অতিবৃষ্টির ফলে বাদাম চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ দিনের পর দিন চওড়া হচ্ছে।

শিশাবাড়ি–সরুগাঁও এলাকার বাদাম চাষি সুখদেব সরকার, বুধু ওরাওঁ, জীবনকৃষ্ণ দাস প্রমুখ জানালেন, লাভের আশা নিয়ে বাদাম চাষে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু যেভাবে রোজ বৃষ্টি হচ্ছে তাতে অর্ধেকের বেশি বাদাম নষ্ট হয়ে গেছে। খরচের পয়সাটাই উঠবে কিনা জানি না। বাদাম চাষের সমস্যা বিষয়ে কৃষি আধিকারিক জানিয়েছেন, বাদাম চাষ নীচু জমির পরিবর্তে ঢালু ও উঁচু জমিতে করলেই ভালো হয়। তবে সমস্যার দিকে নজর রাখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জলবদ্ধতার সমস্যায় ভুগছেন পতিরামজোতের মানুষ

খোকন সাহা ● বাগডোগরা

মাটিগাড়া পতিরামজোত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা জলবদ্ধতার সমস্যায় ভুগছেন। এনিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। প্রতিটি বর্ষায় এলাকার বাসিন্দাদের কাছে দুর্ভোগের মরশুম হয়ে দাঁড়ায়। পতিরামজোতের চৌরঙ্গি মোড় থেকে বিনয়কৃষ্ণপল্লি যাওয়ার রাস্তা সামান্য বৃষ্টিতেই নদীর চেহারা ধারণ করে। ফলে বহুসংখ্যক মানুষের যাতায়াতের প্রধান অন্তরায় রাস্তার উপর দিয়ে প্রবলধারায় বহমান বিপুল জলরাশি।

বিনয়কৃষ্ণপল্লির জলমগ্ন রাস্তা। ছবি - প্রতিবেদক।

মাটিগাড়া-২ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার পতিরামজোত, বিনয়কৃষ্ণপল্লি, বিটি রণদিভে কলোনি, অনিল নগর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বহুসংখ্যক মানুষ চৌরঙ্গি মোড়ের এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। কারণ নৌকায় নদী পার হয়ে শিলিগুড়ি বিবাদীচকে পৌঁছে যাওয়া যায় অল্প সময়ের মধ্যে। এজন্য ওই সব এলাকার স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, সাধারণ মানুষ, শিক্ষক, চাকরিজীবী সহ দিনমজুর এই পথই সুবিধাজনক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এই পথে যাতায়াতের প্রধান সমস্যা জল। এই পথের মাঝে বিনয়কৃষ্ণপল্লিতে কালভার্ট না থাকায় সেখানে কোমরসমান জল হয়। সেই সঙ্গে প্রবল বেগে জল বইতে থাকায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। বিনয়কৃষ্ণ পল্লিতে একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়া এবং সহায়িকাদেরও ওই পথেই চলাচল করতে হয়। জলের জন্য পড়ুয়াদের উপস্থিতির হারও কম হয়। ব্যাঘাত ঘটে পঠনপাঠনে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে। কিছুদিন হল এসজেডিএ-এর পক্ষ থেকে ওখানে মহানন্দা নদীর উপর সেতু করার কাজ শুরু করেছে। সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলে ওই রাস্তাটি তৈরি হবে। কিন্তু যতদিন সেতু তৈরির কাজ শেষ না হচ্ছে ততদিন রাস্তা হবে না। স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভোগও কমছে না সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষদের।

গত বৃহস্পতিবার রাতের টানা বর্ষণে চৌরঙ্গি মোড় থেকে গোটা রাস্তা জলে ডুবে যায়। জলকাদায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। জলের জন্য ছুটি দেওয়া হয় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়াদের।

সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় একপশলা বৃষ্টি হলেও বিপাকে পড়তে হয় পতিরামজোতের বাসিন্দাদের। ড্রেনের জল সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশন না হওয়ার জন্য বৃষ্টির জল বাড়িঘরে ঢুকে যায়। পঞ্চায়েতকে বলেও কোনো ফল হয়নি। এলাকার বাসিন্দা অনিতা মল্লিক, বাপি মণ্ডলদের অভিযোগ, নিকাশি নালার উপর জনৈক ব্যক্তি কচুগাছ লাগিয়েছেন। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে নিকাশি ব্যবস্থা। রাস্তার পাশে জলনিকাশি নালার উপর কীভাবে কচুচাষ করা হল এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদর্থক ভূমিকা নিলে ড্রেনের উপর কচুর চাষ করা সম্ভব হত না। এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ননীগোপাল বর্মন বলেন, এলাকার সমস্যা নিয়ে প্রধানকে বললেও উদ্যোগ নিতে অনীহা প্রকাশ করার জন্য বাসিন্দাদের সমস্যা মেটানো সম্ভব হয় না।